ANTI-APARTHEID MOVEMENT
মিডিয়া রিলিজ
30 মার্চ 2026

STOP THE WAR ON IRAN!

সাম্রাজ্যবাদী ও জায়োনিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যের আহ্বান

দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যান্টি-অ্যাপারথাইড মুভমেন্টের অধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

চেয়ারপার্সন: ফ্র্যাঙ্ক চিকানে

দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যান্টি-অ্যাপারথাইড মুভমেন্টের অধ্যায় যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল কর্তৃক ইরানের বিরুদ্ধে শুরু করা অবৈধ যুদ্ধের তীব্র নিন্দা জানায়। এই সাম্রাজ্যবাদী এবং সম্প্রসারণবাদী যুদ্ধ ইতিমধ্যেই ইরান, লেবানন, সমগ্র পশ্চিম এশিয়া অঞ্চল এবং বিশ্বজুড়ে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছে। এই যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট সমস্ত ধ্বংসের জন্য দায়ী যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল। তাদের উসকানি ছাড়া আক্রমণ ইতিমধ্যেই হাজার হাজার নিরীহ নাগরিকের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে – যার মধ্যে স্কুলের শিশুরাও রয়েছে – লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে এবং বেসামরিক অবকাঠামোর ব্যাপক ধ্বংস সাধন করেছে।

ইরান এবং অন্যান্য স্থানে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের অপরাধ শুধুমাত্র এই অবৈধ যুদ্ধ, ইরানের রাষ্ট্রপ্রধানের হত্যা, বা বেসামরিক মানুষকে লক্ষ্য করে আক্রমণ (যেমন হামলার প্রথম দিনে মিনাবের একটি স্কুল) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে এই বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত যে, আট মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার, এই দেশগুলি ইরানের নেতাদের সাথে চলমান আলোচনার মাঝখানে অবৈধ যুদ্ধ শুরু করেছে। মধ্যস্থতাকারীরা জানিয়েছিলেন যে একটি চুক্তি প্রায় সম্পন্ন হতে চলেছিল, যা ইঙ্গিত দেয় যে যুক্তরাষ্ট্র আলোচনাকে বিলম্বের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে তাদের বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সম্প্রদায় নিশ্চিত করেছে যে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কাছাকাছি ছিল না এবং এরকম কোনো উদ্দেশ্যও ছিল না; এছাড়াও তারা স্বীকার করেছে যে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো "তাৎক্ষণিক হুমকি" ছিল না। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল আক্রমণ জাতিসংঘ সনদের 2 এবং 51 অনুচ্ছেদের সরাসরি লঙ্ঘন, যা একটি সদস্য রাষ্ট্রের বল প্রয়োগ এবং আত্মরক্ষার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। এটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব 3314-এরও লঙ্ঘন, যার অধীনে ইরানের উপর চাপিয়ে দেওয়া এই যুদ্ধকে আগ্রাসনের যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে।

এটি স্পষ্ট যে ইরানের উপর এই আক্রমণ ইসরায়েলের সম্প্রসারণবাদী প্রকল্পের অংশ, যার উদ্দেশ্য পুরো পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করা এবং তার জনগণকে জায়োনিস্ট উদ্দেশ্যের অধীন করা। ইসরায়েল, ইরান নয়, "গ্রেটার ইসরায়েল" দাবির মাধ্যমে আঞ্চলিক সম্প্রসারণে জোর দেয়; ইসরায়েল, ইরান নয়, পারমাণবিক অস্ত্র ধারণ করে; ইসরায়েল, ইরান নয়, পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে এবং তার পারমাণবিক স্থাপনাগুলোকে IAEA পরিদর্শনের আওতায় আনতে অস্বীকার করে; ইসরায়েল, ইরান নয়, ফেব্রুয়ারি 2026 পর্যন্ত সাতটি প্রতিবেশী দেশের উপর আক্রমণ বা আক্রমণ চালিয়েছে। ইসরায়েল, ইরান নয়, গাজা এবং এখন পশ্চিম তীরে অবৈধভাবে দখল করা জনগণের বিরুদ্ধে গণহত্যার জন্য দায়ী।

যুক্তরাষ্ট্র তার শাসন পরিবর্তনের কর্মসূচি, আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন এবং উপনিবেশিক মডেল পুনঃপ্রতিষ্ঠা (গাজার জন্য ট্রাম্পের প্রস্তাব এবং কিউবার বিরুদ্ধে অবৈধ নিষেধাজ্ঞা) এর মাধ্যমে বিশ্বকে আবার সাম্রাজ্যবাদী শাসন, একনায়কতন্ত্র, দাসত্ব, উপনিবেশবাদ এবং বর্বরতার এক আদিম যুগে ফিরিয়ে নিতে চায়।

যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ বিশ্ববাসীর জন্য একটি আহ্বান। হয় আমরা তাদের অবৈধ কর্মসূচির বিরোধিতা করব, অথবা আমরা বিশ্বকে বর্বরতা, সহিংসতা, শক্তিশালীদের দ্বারা দুর্বলদের দমন এবং সম্পদের লুণ্ঠনের ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেব।

আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে আহ্বান জানাই: যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল অবৈধ যুদ্ধের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নিতে; পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি ভেঙে ফেলার দাবি জানাতে; ইসরায়েল নামক অ্যাপারথাইড রাষ্ট্রের উপর অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে; যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল অবৈধ যুদ্ধের বিরুদ্ধে BRICS-এর অবস্থান দাবি করতে; এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী অভিযান ও জায়োনিস্ট সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে একটি বৈশ্বিক ঐকমত্য গড়ে তুলতে।

আমরা সকল দক্ষিণ আফ্রিকানদের এই দাবিগুলো সমর্থন করতে আহ্বান জানাই; এবং যুদ্ধ বন্ধ করতে, ইরানের জনগণের সাথে সংহতি প্রকাশ করতে এবং ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সংগঠিত হতে বলি।

রেভ. ফ্র্যাঙ্ক চিকানে
চেয়ার, AAM দক্ষিণ আফ্রিকা অধ্যায়, ইসরায়েলের বসতি-উপনিবেশবাদী এবং অ্যাপারথাইড

শাসনের বিরুদ্ধে
আরও তথ্য বা সাক্ষাৎকারের জন্য যোগাযোগ করুন:
মিস ডুডু মাসাঙ্গো-মাহলাঙ্গু (ডেপুটি চেয়ার)
মোবাইল: +27 71 484 8208
ইমেইল: media@antiapartheid.net

দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যান্টি-অ্যাপারথাইড মুভমেন্টের অধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত, এটি একটি বিস্তৃত জোট যা দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে, যার মধ্যে রয়েছে প্যালেস্টাইন সংহতি সংগঠনগুলি যেমন South African Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) Coalition, Africa for Palestine (A4P), Palestinian Solidarity Alliance (PSA), Palestinian Solidarity Campaign, Pan African Palestine Solidarity Network (PAPSN), Potch 4 Palestine (P4P), Health Workers 4 Palestine, এবং Social Intifada।

এতে প্রধান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন Congress of South African Trade Unions (COSATU) এবং South African Federation of Trade Unions (SAFTU)।

ধর্মীয় সংগঠনগুলোও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যার মধ্যে রয়েছে South African Council of Churches (SACC), Evangelical Alliance of South Africa (TEASA), Muslim Judicial Council (MJC), United Ulama Council of South Africa (UUCSA), Anglican Church of Southern Africa (ACSA), Methodist Church of Southern Africa (MCSA), Evangelical Lutheran Church in Southern Africa (Cape Church), Council of African Independent Churches (CICSA), Claremont Main Road Mosque (CMRM), Catholic Church, এবং আন্তঃধর্মীয় সংহতি গোষ্ঠী যেমন South African Christians for Palestine (SACFP) এবং South African Jews for a Free Palestine (SAJFP)।

এই জোটে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন African National Congress (ANC), Umkhonto weSizwe Party (MKP), Economic Freedom Fighters (EFF), Pan Africanist Congress (PAC), Al Jama-ah (ALJAMA), South African Communist Party (SACP), এবং RISE Mzansi (RISE), পাশাপাশি ছাত্র ও যুব সংগঠন যেমন South African Students Congress (SASCO) এবং National Youth Development Agency (NYDA)।

এছাড়াও, বহু নাগরিক সমাজ সংগঠন, ফাউন্ডেশন এবং তৃণমূল আন্দোলন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন Nelson Mandela Foundation (NMF), Thabo Mbeki Foundation, Ahmed Kathrada Foundation, Steve Biko Foundation, Defend Our Democracy, Coalition for Good (TC4G), Abahlali baseMjondolo, এবং Sifosonke Group, পাশাপাশি Salt River Heritage Society (SRHS) এর মতো কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন এবং Extinction Rebellion (XR) এর মতো আন্দোলন।